রুয়েট বুলেটিন

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ত্রৈ-মাসিক প্রকাশনা

২য় বর্ষ :: ৮ম সংখ্যা :: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬

যন্ত্রকৌশল বিভাগের ৫২ বছরপূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হলো দু'দিনব্যাপী মেক্যা ফেস্ট

রাজশাহী সদর আসনের সাংসদ ফজলে হোসেন বাদশা বলেছেন, শিক্ষাই রাজশাহীর প্রাণ, তাই রাজশাহীকে উন্নত শিক্ষানগরী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন তিনি।

গত ৪ অক্টোবর মঙ্গলবার সকালে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে জাঁকজমকভাবে দু'দিনব্যাপী 'মেক্যা ফেস্ট'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

রুয়েটে দু'দিনব্যাপী মেক্যা ফেস্টের উদ্বোধন করেন রাজশাহী সদর আসনের সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা।

সকাল ৯ টায় বর্ণাঢ্য র‍্যালী এবং বেলুন ও কবুতর উড়ানোর মধ্যে দিয়ে আড়ম্বরপূর্ণভাবে এই ফেস্টের উদ্বোধন করেন সাংসদ ফজলে হোসেন বাদশা। পরে তিনি রুয়েট কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান পৃষ্টপোষক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার প্রফেসর ড. মোঃ মোশাররাফ হোসেন, যন্ত্রকৌশল অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. নীরেন্দ্র নাথ মুস্তফী ও পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) প্রফেসর ড. এন এইচ এম কামরুজ্জামান সরকার। সভাপতিত্ব করেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. মোঃ এমদাদুল হক।

যন্ত্রকৌশল বিভাগের ৫২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত দু'দিন ব্যাপী এই ফেস্টে অনুষ্ঠিত হয় ক্যারিয়ার টক, প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশন, জব ফেয়ার, আইডিয়া কনস্টেট, মেক্যানিক্স অলিম্পিয়াড, প্রজেক্ট শো, ডিজাইন সেমিনার সহ নানা ইন্টারএ্যাকটিভ ইভেন্ট।

এই ফেস্টের ইভেন্টগুলো রাজশাহীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। দু'দিনব্যাপী এই ফেস্টের বিভিন্ন পর্বে রুয়েটের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থী ছাড়াও রাজশাহীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

জাঁকজমকভাবে আয়োজিত দু'দিনব্যাপী 'মেক্যা ফেস্ট' ০৫ অক্টোবর বুধবার রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়। সন্ধ্যায় রুয়েট কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই ফেস্টের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. সিরাজুল করিম চৌধুরী, যন্ত্রকৌশল অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. নীরেন্দ্র নাথ মুস্তফী ও পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) প্রফেসর ড. এন এইচ এম কামরুজ্জামান সরকার। সভাপতিত্ব করেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. মোঃ এমদাদুল হক।

মেক্যা ফেস্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন রাজশাহী সদর আসনের সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা।

রুয়েটে দু'দিনব্যাপী জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যারিয়ার ফোরামের আয়োজনে দ্বিতীয় বারের মতো দু'দিনব্যাপী জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়েছে ২১ ও ২২ অক্টোবর।

২১ অক্টোবর শুক্রবার সকালে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ জব ফেয়ার উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশের জন্য চাকুরিদাতা কোম্পানিগুলিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

বর্তমান চাকুরীর বাজার সম্পর্কে ধারণা পেতে এবং বিভিন্ন কোম্পানিতে সরাসরি নিয়োগের জন্য এই জব ফেয়ার আয়োজন করে রুয়েট ক্যারিয়ার ফোরাম। দু'দিন ব্যাপী এই জব ফেয়ারে ৩০ থেকে ৪০ জন প্রকৌশলী বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পাবেন বলে আশা করছেন রুয়েট ক্যারিয়ার ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ত্বাসীম মীম।

পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) প্রফেসর ড. এন এইচ এম কামরুজ্জামান সরকার বলেন, ভালো চাকরি পেতে পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রদের আর কি কি জানা দরকার তা এই ফেয়ারের মাধ্যমে ধারণা পাবেন শিক্ষার্থীরা।

রুয়েটে দু'দিনব্যাপী জব ফেয়ার উদ্বোধন করেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ।

এবারের জব ফেয়ারে টাইগার সিমেন্ট, প্রাণ আরএফএল, আনোয়ার ইস্পাত সহ মোট ৬ টি কোম্পানি অংশ নিচ্ছে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের জন্য তিনটি সেমিনারের আয়োজন করেছে সংগঠনটি।

২২ অক্টোবর সন্ধ্যায় এই জব ফেয়ারের সমাপ্তি ঘটে। এবারের জব ফেয়ারে রুয়েটের ছাত্র-ছাত্রীরা ছাড়াও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও রাজশাহী কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। রুয়েটে এ ধরনের জব ফেয়ার প্রতি বছর আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছে রুয়েট ক্যারিয়ার ফোরামের নেতৃবৃন্দ।

রুয়েটে উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নের গুরুত্ব বিষয়ক কর্মশালা

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বাত্নক চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

৫ অক্টোবর মঙ্গলবার দুপুরে রুয়েট অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত 'উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন নিশ্চিতকরণের ভূমিকা ও গুরুত্ব' শীর্ষক এক সচেতনতামূলক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ এ কথা বলেন।

'উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন নিশ্চিতকরণের ভূমিকা ও গুরুত্ব' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ।

রুয়েটের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) আয়োজিত এই কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সেলের অতিরিক্ত পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ শহীদ উজ জামান। সভাপতিত্ব করেন আইকিউএসি-এর পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ মোশাররাফ হোসেন।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (হেকেপ) প্রকল্পের সহায়তায় আয়োজিত এই কর্মশালায় রুয়েটের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আইকিউএসি-এর অফিস ম্যানেজার তানিয়া পারভীন।

রুয়েটে ১ম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৬-২০১৭ সেশনে ১ম বর্ষ স্নাতক কোর্সের ভর্তি পরীক্ষা ২৬ অক্টোবর বুধবার অত্যন্ত সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকাল ১০ টায় রুয়েটের বিভিন্ন ভবনে "ক" গ্রুপের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়ে শেষ হয় বেলা ১২ টায়। এছাড়া "খ" গ্রুপের (কেবলমাত্র আর্কিটেকচার বিভাগে ভর্তির জন্য) প্রার্থীদের জন্য মুক্তহস্ত অংকন পরীক্ষা দুপুর ৩টা থেকে ৪ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।

এবারের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ৮ হাজার ২০ জন মনোনীত হয়েছিল। এদের মধ্যে ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় ৮০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

সকাল থেকেই ভর্তি পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের পদচারণায় রুয়েট ক্যাম্পাস হয়ে উঠেছিল মুখরিত। ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হয়নি। ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে ভাইস চ্যান্সেরর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ পরীক্ষার কক্ষগুলো পরিদর্শন করেন এবং পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

৩১ অক্টোবর ১ম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল রুয়েট প্রশাসনিক ভবনের নোটিশ বোর্ডে এবং www.ruet.ac.bd ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। চলতি বছর রুয়েটের ১৪ টি বিভাগে ৮৭৫ ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি করা হয়।

প্রাথমিকভাবে ১ ডিসেম্বর ১ম বর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে তা চলে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

রুয়েট ছাত্রের হৃদরোগে মৃত্যুঃ ভিসি'র শোক প্রকাশ

রুয়েটের গ্লাস এন্ড সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র রায়হান ফকির আজ সোমবার দুপুরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি---রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ২৩ বছর। সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের ২২৬ নম্বর রুমের আবাসিক ছাত্র ছিলেন।

তাঁর গ্রামের বাড়ী রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দে। রায়হান ফকিরের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেছেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ। একই সাথে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি।

রায়হান ফকিরের সহপাঠীরা জানিয়েছেন, সকাল ১০ টার দিকে ক্লাশ শেষ করার পর বুকে ব্যাথা অনুভব করলে তাঁকে রুয়েট মেডিক্যাল সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

হাসপাতালের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ দীর্ঘ তিন ঘন্টা চিকিৎসা শেষে রায়হান ফকিরকে মৃত ঘোষণা করেন।
রায়হান ফকিরের অকাল মৃত্যুর খবর রুয়েট ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিকেল ৪ টার দিকে তাঁর লাশ হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসে রুয়েট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে রাখা হলে দলে দলে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এসে শোক জানান। এ সময়ে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ ও ভারপ্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার প্রফেসর ড. মোঃ মোশারাফ হোসেনসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন সেখানে উপস্থিত হয়ে তার আত্মার শান্তি কামনা এবং গভীর শোক প্রকাশ করেন। সন্ধ্যায় রুয়েটের এ্যাম্বুলেন্সে করে রায়হান ফকিরের লাশ তাঁর গ্রামের বাড়ী গোয়ালন্দের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।

রুয়েটের উন্নয়নের চিত্র : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রথম পর্বের কাজ সমাপ্ত

রুয়েটে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আবাসিক ছাত্র হলের নির্মাণ কাজের প্রথম পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। অত্যাধুনিক নক্শায় নির্মিত এই হলটি হচ্ছে রুয়েটের ছাত্রদের জন্য পঞ্চম আবাসিক হল। ২০১৩ সালের ৩ জানুয়ারী পঞ্চম তলাবিশিষ্ট এই আবাসিক হলের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজশাহীর বাগমারায় আয়োজিত এক জনসভার মাধ্যমে এই হলের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছিলেন। ২০১৬ সালে প্রথম পর্বে হলটির দুই তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম পর্বের নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ায় এই হলে ২৫০ জন ছাত্র থাকার সুযোগ পেয়েছে।

রুয়েটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে রুয়েটে একটি আবাসিক হল করতে পারায় রুয়েট পরিবার গর্বিত এবং এটা সকলের জন্য আনন্দের বিষয়।
এই হলটির নক্শা অনুযায়ী নির্মাণ কাজ শেষ করার জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দের আবেদন করা হয়েছে। বরাদ্দ পাওয়া গেলে এই হলটি পূর্ণাঙ্গভাবে নির্মাণ করা সম্ভব হবে। এর ফলে রুয়েটে অধ্যায়নরত ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা অনেকাংশে সমাধান হবে।

জিসিই বিভাগের একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন

গ্লাস এন্ড সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং (জিসিই) বিভাগের জন্য নতুন একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ২০১৩ সালের শুরুতে পাঁচতলা বিশিষ্ট এই ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজশাহীর বাগমারায় আয়োজিত এক জনসভার মাধ্যমে এই ভবনের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছিলেন।

জিসিই একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

এই ভবনে গ্লাস এন্ড সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং (জিসিই) বিভাগ ছাড়াও যন্ত্রকৌশল অনুষদভুক্ত আরও কয়েকটি বিভাগের বিভাগীয় কার্যালয়, ক্লাশ রুম, রেন্টাল লাইব্রেরী এবং গবেষণাগার স্থাপন করা হবে।

ইলেকট্রিক্যাল এন্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ ভবনের চতুর্থ তলার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন

রুয়েটে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভবন হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ ভবন। ২০০৪ সালে সাত তলাবিশিষ্ট এই ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে এই ভবনের তিন তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছিল। ২০১৬ সালে এই ভবনের চতুর্থ তলা নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

ইলেকট্রিক্যাল এন্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

এই ভবনে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের কার্যালয় ছাড়াও এই অনুষদভূক্ত বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় কার্যালয়, ক্লাশ রুম, সেমিনার রুম, রেন্টাল লাইব্রেরী এবং গবেষণাগার ছাড়াও রয়েছে কেন্দ্রীয় কম্পিউটার সেন্টার।
সাত তলাবিশিষ্ট এই ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হলে এই অনুষদের সকল বিভাগের স্থান সংকুলান হবে এখানে। পর্যায়ক্রমে সাত তলাবিশিষ্ট এই ভবন শেষ করা হবে বলে জানিয়েছেন রুয়েটের ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ শাহাদৎ হোসেন।

ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ভবনের দ্বিতীয় তলার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন

রুয়েটের প্রতিষ্ঠালগ্নের বিভাগগুলোর একটি ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স বিভাগ। এই বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বিভাগীয় ভবন বর্ধিত করার প্রয়োজন হয়েছিল।

ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ভবনের দোতলার নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

এ বিষয়টি মাথায় রেখেই ভবনটির দ্বিতীয় তলার নির্মাণ কাজ শুরু করা হয় ২০১৬ সালের প্রথম দিকে। এই ভবনের দ্বিতীয় তলার নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। ফলে এখানে কাশরুম, সেমিনার রুম ও কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে এই ভবনের আয়তন আরও বৃদ্ধি করা হবে বলেও জানিয়েছেন রুয়েটের ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ শাহাদৎ হোসেন।

পুরকৌশল ভবনের চতুর্থ তলার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন

রুয়েটের প্রতিষ্ঠালগ্নের আরও একটি বিভাগ হচ্ছে পুরকৌশল বিভাগ। এই বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে পুরকৌশল ভবনের উর্ধ্বমূখি সম্প্রসারণ করা জরুরী হয়ে পড়েছিল।

পুরকৌশল ভবনের চতুর্থ তলার নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

২০১৬ সালে পুরকৌশল ভবনের চতুর্থ তলার নির্মাণ কাজও সম্পন্ন হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে এক কোটি এক লাখ টাকা। চতুর্থ তলার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এই ভবনে কাশ রুম, সেমিনার রুম, কম্পিউটার ল্যাব ও শিক্ষকদের কার্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হবে।

আর্কিটেকচার ভবন নির্মাণ

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক সময়ে যে বিভাগগুলো খোলা হয়েছে, আর্কিটেকচার বিভাগ অন্যতম। বাংলাদেশে আর্কিটেকচার বিষয়ক শিক্ষাদান ও গবেষণার মানোন্নয়ন ছাড়াও অবকাঠামোগত শৈলী বৃদ্ধিতে রুয়েটের এই বিভাগটি নেতৃত্ব দিবে।

আর্কিটেকচার ভবনের ১ম পর্যায়ের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

বিভাগটির গুরুত্ব বিবেচনা করে এর জন্য সুদৃশ্য ও নান্দনিক ভবন নির্মাণ শুরু করা হয় ২০১৬ সালের প্রথম দিকে। স্থাপত্য কৌশল শিক্ষার সকল সুযোগ সুবিধা সম্বলিত দৃষ্টিনন্দন এই ভবনটির নকশা প্রণয়ন করেন এই বিভাগেরই শিক্ষকবৃন্দ। এই ভবনটির নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ। এই ভবনটিতে আছে মাল্টিমিডিয়া সুবিধাসম্পন্ন ক্লাশরুম, স্টুডিও, সেমিনার লাইব্রেরী, ল্যাব, জুরি গ্যালারী এবং ইনডোর আউটডোর প্রদর্শনী গ্যালারী।

বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ইকবাল মতিন জানান, নতুন এই ভবন নির্মাণ হওয়ায় রুয়েটে স্থাপত্যকলা শিক্ষা ও গবেষণার নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে।

কেন্দ্রীয় মসজিদের দ্বিতীয় তলার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন

অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন শৈলীতে রুয়েটে কেন্দ্রীয় মসজিদের আধুনিকায়ন এবং দ্বিতীয় তলার নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মসজিদের আধুনিকায়ন ও দ্বিতীয় তলার নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

এই মসজিদের দ্বিতীয় তলার নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার ফলে এখন বিপুল সংখ্যক মুসল্লি একসঙ্গে ধর্মীয় কর্মকান্ডে অংশ নিতে পারবেন। এছাড়া এই মসজিদের পেশ ঈমামের জন্য আবাসিক ভবনের নির্মাণ কাজও ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মসজিদের পেশ ইমামের জন্য সদ্য নির্মিত নতুন বাসভবন।

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর পঞ্চম তলার নির্মাণ

রুয়েটের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর আধুনিকায়ন এবং এর পঞ্চম তলার নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর আধুনিকায়ন ও পঞ্চম তলা নির্মাণ হওয়ার ফলে এটি ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকবৃন্দের অধ্যয়ন এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট কাজে আরও বেশি সহায়ক হবে।

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর আধুনিক পঞ্চম তলা বিশিষ্ট ভবন।

ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীকে ডিজিটালাইজ করা ছাড়াও এখানে পড়াশোনা ও গবেষণার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে বলে জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত লাইব্রেরীয়ান ড. মোঃ আজিজুল ইসলাম। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় লাইবেব্রীকে ডিজিটালাইজ ও মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ করার একটি প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয়েছে। আশা করা যায় মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর সরকারের নিকট থেকে বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

আধুনিক শৈলীতে কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ার দ্বিতীয় তলার নির্মাণ

ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের খাবারের সুযোগ-সুবিধা ছাড়াও কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়া হচ্ছে বিভিন্ন কো-ক্যারিকুলাম কর্মকান্ড আয়োজনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভবন। ক্যাফেটেরিয়াতে তাঁরা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সভা, সেমিনার, আলোচনা সভা, ধর্মীয় কর্মকান্ডসহ নানা সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

আধুনিক দোতলা কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়া ভবন।

২০১৬ সালের প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়াকে আধুনিকায়ন এবং দ্বিতীয় তলার নির্মাণ কাজ শুরু হয়। দ্বিতীয় তলায় রূপালী ব্যাংক রুয়েট শাখা, এটিএম বুথ স্থাপন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য কক্ষের ব্যবস্থা করা হবে বলে রুয়েটের ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলী মোঃ শাহাদৎ হোসেন জানিয়েছেন।

অতিথি ভবন ও ক্লাব ভবন নির্মাণ

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অত্যাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন অতিথি ভবন এবং শিক্ষকদের ক্লাব ঘর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিনের। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর দায়িত্ব গ্রহণের পরেই এমন একটি গেষ্ট হাউস ও শিক্ষক ক্লাব ভবনের নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা করেন।

অত্যাধুনিক গেষ্ট হাউস ও শিক্ষক ক্লাব ভবন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৬ সালের প্রথম দিকেই গেষ্ট হাউস ও শিক্ষক ক্লাব ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। এখানে অত্যাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন গেষ্টরুম থাকবে, যেখানে অতিথিরা স্বাচ্ছন্দে অবস্থান করতে পারবেন।

এছাড়াও এই ভবনে শিক্ষকদের জন্য ক্লাবের ব্যবস্থা থাকবে। এই ক্লাবে শিক্ষকরা বিনোদনমূল কর্মকান্ড ছাড়াও নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবেন।

শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের আবাসিক ভবন নির্মাণ

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর নতুন নতুন বিভাগ ও শাখা খোলার ফলে শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের সংখ্যা ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণের নবনির্মিত আবাসিক ভবন।

রুয়েট কর্তৃপক্ষ ২০১৬ সালের শুরুর দিকে শিক্ষক এবং প্রথম শ্রেনীর কর্মকর্তাগণের জন্য একটি আবাসিক ভবন নির্মাণ শুরু করে। ইতিমধ্যে এই ভবন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাগনের জন্য পৃথক একটি আবাসিক ভবনের কাজ শেষ হয়েছে।

এই আবাসিক ভবন দুটি নির্মাণের ফলে রুয়েটের শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের আবাসিক সমস্যা অনেকটা দূর হবে বলে জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ শাহাদৎ হোসেন।

প্রধান ফটক নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে

রুয়েটে নির্মাণ করা হচ্ছে আধুনিক শৈলী ও দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটক। ২০১৬ সালের ৯ জানুয়ারী শনিবার সকালে রুয়েটের প্রধান ফটকের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ। এসময়ে তিনি বলেন, দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রকৌশল শিক্ষার একমাত্র সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ হচ্ছে রুয়েট। নতুন শৈলী ও দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটক নির্মাণ হওয়ার পর ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সৌন্দর্য আরও অনেক বৃদ্ধি পাবে।

রুয়েটের নির্মণাধীন দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটক।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ শাহাদৎ হোসেন বলেন, নবনির্মিত প্রধান ফটকের স্থাপত্য নকশা করেছেন রুয়েটের আর্কিটেকচার বিভাগের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকবৃন্দ এবং স্ট্রাকচারাল নকশা করেছেন রুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ। অত্যন্ত আধুনিক এবং দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটকের নক্শা জটিল বিধায় এর নির্মাণে কিছুটা বেশী সময় লাগছে।

রুয়েট এগিয়ে যাচ্ছে

ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে একমাত্র প্রকৌশল ডিগ্রী প্রদানকারী ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় হিসেবে যাত্রা শুরু করে ১৯৬৪ সালে এবং এটি রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট) এ রূপান্তরিত হয় ২০০৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর। যদিও দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সাফল্যজনকভাবে অতিক্রম করে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে তবুও এটিকে পূর্ণাঙ্গ ও অধিক যুগোপযোগী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য এখনো অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে। আমি এখানকার ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর মূলতঃ এই বিষয়টি সর্বোচ্চ বিবেচনায় এনেছি এবং এটিকে Centre of Excellence হিসেবে গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে নানা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছি। নবগঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি যাতে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা ও উন্মুক্ত জ্ঞান চর্চার সুযোগ সৃষ্টিতে ও দক্ষ জনবল তৈরীর নিমিত্তে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, সে লক্ষ সামনে রেখে আমরা সবাই মিলে সর্বাত্নক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

একটি আদর্শ প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও যুগোপযোগী পাঠদান ও তা পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক, যা আমরা ইতিমধ্যে প্রবর্তন করেছি সার্থকভাবে। রুয়েটের শিক্ষার মানোন্নয়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে ইন্সটিটিউনাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসসি)। এই সেলের সহায়তায় রুয়েটে শিক্ষার গুণগত মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

দেশের উন্নয়নের প্রয়োজনে এবং জনগণের কল্যাণ সাধনের বিষয়টি বিবেচনা করে আমরা এখানে নতুন বিভাগ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছি। আমি যোগদান করার পর ইতিমধ্যে চারটি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। আরো কয়েকটি বিভাগ খোলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া এখানে আন্তর্জাতিক মানসম্মত গবেষণার পরিসর বাড়ানোর জন্য দুইটি ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করার অনুমোদন পাওয়া গেছে, এগুলো হচ্ছে ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইআইসিই) এবং ইন্সটিটিউট অব এনার্জি এন্ড এনভায়ারমেন্টাল স্টাডিজ (আইইইএস)।

এছাড়া একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি একটি বড় বিষয়। আমরা ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীকে আধুনিকায়ন করার উদ্যোগ নিয়েছি। আইসিটি সেল গঠন করে কেন্দ্রীয় কম্পিউটার সেন্টারকে বড় আঙ্গিকে ও পরিসরে গড়ে তোলা হচ্ছে। এটাকে মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারনেট প্রযুক্তির সম্মিলনে গড়ে তোলা হবে সর্বাধুনিক অডিও-ভিজ্যুয়াল সেন্টার হিসেবে।

হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (হেকেপ) প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রকৌশল বিভাগে অডিও ভিজ্যুয়াল সুবিধাসম্পন্ন ক্লাশরুম গড়ে তোলা হয়েছে এবং ল্যাবগুলোকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা অতি সহজে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের আলোকে জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জন করতে সক্ষম হয়। ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ক্লাশরুমকে ডিজিটালাইজ করে গড়ে তোলা হবে এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে ল্যাবগুলিকে আধুনিকায়ন করা হবে। এই লক্ষ্যে দু'টি নতুন প্রকল্পের কাজও খুব শিঘ্রই শুরু হবে।

রুয়েটে শিক্ষা ও গবেষণার পরিসর ও পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এখানে অবকাঠামোগত সুবিধা ও অত্যাধুনিক ইক্যুপমেন্ট স্থাপনের বিষয়টি অতি জরুরী হয়ে পড়েছে। এর জন্য রুয়েটের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৩৪০ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার একটি বৃহৎ প্রকল্প দাখিল করা হয়েছে। সরকার এই প্রকল্পটি অনুমোদন করে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করলে রুয়েটকে দেশের মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষার বিদ্যাপিঠ এবং Centre of Excellence হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। আমরা আশা করছি সরকার খুব শিঘ্রই এই প্রকল্পটি অনুমোদনপূর্বক অর্থ বরাদ্দ দিবে।

নানা সীমাবদ্ধতা থাকার পরেও রুয়েটের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের নিমিত্তে আমরা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে চলেছি। প্রযুক্তি ও প্রকৌশল শিক্ষার একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে রুয়েট'কে গড়ে তুলতে নিবিড় ও আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছেন এখানকার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। তাঁদের মধ্যে আরো বেশী পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা সৃষ্টি এবং পারস্পরিক সুদৃঢ় আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতি আমরা অধিক মনোযোগী। এলক্ষ্যে এখানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইসিটি বিষয়ে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, যা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। এখানকার শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধির জন্য নতুন হল ও আবাসিক ভবন নির্মাণেরও প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে।

রুয়েটে তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সম্পন্ন :

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান প্রফেসর আব্দুল মান্নান বলেছেন, কারিগরী ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার বিস্তার ও গবেষণার মানোন্নয়ন ছাড়া দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে রুয়েটে 'ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ICECTE 2016' বিষয়ক তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

ICECTE ২০১৬ বিষয়ক তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ইউজিসি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর আব্দুল মান্নান।

ইউজিসি চেয়ারম্যান আরও বলেন, "ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার এবং টেলিকমিউনিকেশনের প্রসার ও উন্নতির জোয়ারে পুরো বিশ্ব এখন ভাসছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থে এই জোয়ারের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও এগিয়ে যেতে হবে। শিক্ষা ও গবেষণার মানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উপনীত করতে হবে।

কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে ৮ থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বক্তব্য রাখেন রুয়েট ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ।

এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) উপাচার্য প্রফেসর ড. সাইফুল ইসলাম, চীনের তিয়াংজিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. জিনান উন জিন, চীনের হুয়াংজন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির প্রফেসর ড. ইউ জু, অষ্ট্রেলিয়ার সারটিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আহমেদ আবু সাঈদা, আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী আব্দুস সবুর, আইইইই বাংলাদেশ সেকশনের চেয়ার প্রফেসর ড. শেখ আনোয়ারুল ফাত্তাহ এবং কনফারেন্সের টেকনিক্যাল পেট্রন প্রফেসর ড. মোঃ মর্তুজা আলী।

অনুষ্ঠানে টেকনিক্যাল চেয়ার হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইলেকট্রিক্যাল এন্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম শেখ এবং ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ড. এস এম আব্দুর রাজ্জাক।

১০ ডিসেম্বর শনিবার ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সেমিনার কক্ষে সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই কনফারেন্সের সমাপ্তি ঘটে। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ।

ICECTE ২০১৬ বিষয়ক তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চীনের তিয়াংজিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. জিনান উন জিন, চীনের হুয়াংজন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির প্রফেসর ড. ইউ জু, অষ্ট্রেলিয়ার সারটিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আহমেদ আবু সাঈদা, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. এম. রোকনুজ্জামান এবং মারাতান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. এম. ইয়াকুব হোসেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইলেকট্রিক্যাল এন্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম শেখ। অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী তিন জন শিক্ষককে পদক তুলে দেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ।

তিন দিনব্যাপী এই আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে স্বাগতিক বাংলাদেশ ছাড়াও অষ্ট্রেলিয়া, জার্মানী, চীন ও মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট প্রযুক্তি শিক্ষাবিদ ও প্রকৌশলীগণ অংশগ্রহণ করেছেন। কনফারেন্সের কারিগরি সেশনে মোট ৮৫ টি পেপার এবং ৫ টি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়।

RUET Bulletin

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ত্রৈ-মাসিক প্রকাশনা

২য় বর্ষ :: ৮ম সংখ্যা :: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬

সহকারী রেজিষ্ট্রার প্রকৌশলী মুফতি মাহমুদ রনি মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করলেন

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থাপন শাখার সহকারী রেজিষ্ট্রার প্রকৌশলী মুফতি মাহমুদ রনি অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রকৌশল বিভাগ থেকে এম এস সি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী লাভ করেছেন। তাঁর থিসিস সুপারভাইজার ছিলেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ সামিম আখতার এবং কো-সুপারভাইজার ছিলেন যন্ত্রকৌশল অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. নীরেন্দ্র নাথ মুস্তফী। উল্লেখ্য তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রকৌশল বিভাগ থেকে ১৯৯৯ সালে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের কাউন্সিল সদস্য।

রুয়েটে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

নানা কর্মসূচী আয়োজনের মধ্যে দিয়ে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

বিজয়ের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের কবরে পুস্পস্তবক অর্পণের মধ্যে দিয়ে রুয়েটে বিজয় দিবসের কর্মসূচী শুরু হয়। রুয়েট প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মোহাঃ আব্দুস সোবহান পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়া শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী সমিতির পক্ষ থেকে, হলগুলোর পক্ষ থেকে এবং ছাত্রলীগ রুয়েট শাখা ও অন্যান্য সংগঠনের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথকভাবে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এসময়ে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার প্রফেসর ড. মোঃ মোশাররফ হোসেন, পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) প্রফেসর ড. এন এইচ এম কামরুজ্জামান সরকার, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল আলীম, উপ-পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) সিদ্ধার্থ শংকর সাহা, রুয়েট ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং হল প্রভোষ্ট ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ।

বিজয় দিবস উপলক্ষে রুয়েটে আয়োজন করা হয় চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, যাতে অংশ নেয় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানগন।

এছাড়া ১৬ ডিসেম্বর সূর্যদয়ের সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনসহ হলগুলোতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

এরপর সকাল ৯ টায় কেন্দ্রীয় শরীরচর্চা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা। কেন্দ্রীয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয় সাইকেল রেস ও ক্রিকেট প্রতিযোগিতা যাতে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। বাদ আসর মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে কেন্দ্রীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় দোয়া মাহফিল।

সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় মাঠে আলোচনা সভা শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মোহাঃ আব্দুস সোবহান। এছাড়া অনুষ্ঠানে মেকাট্রনিক্স বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ড. মোঃ ইমদাদুল হক, কেন্দ্রীয় শরীরচর্চা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ মাহবুবুল আলম, উপ-পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) সিদ্ধার্থ শংকর সাহা প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) প্রফেসর ড. এন এইচ এম কামরুজ্জামান সরকার। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

রুয়েট সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ২০১৬-২০১৭

রুয়েটে শুরু হলো সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ (২০১৬-১৭)। মোট ১০টি বিষয়ে প্রায় শতাধিক প্রতিযোগীর অংশ গ্রহণে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

বিষয়গুলো হলো: দেশাত্ববোধক সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত, আধুনিক গান, যন্ত্রসংগীত, নৃত্য (সাধারণ), একক অভিনয়, ধারাবাহিক গল্পবলা, উপস্থিত বক্তৃতা ও কবিতা আবৃতি। অবিরাম গল্পবলা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উক্ত সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সূচনা ঘটে। ধারাবাহিকভাবে অন্যন্য বিষয়গুলির প্রতিযোগিতা পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত হবে।

সম্পাদনা পরিষদ: সভাপতি: প্রফেসর ইকবাল মতিন, সদস্য: প্রফেসর ড. মোঃ শামীমুর রহমান, ড. মোঃ আল মামুন, জনাব মোঃ সাব্বির আহসান।

সম্পাদক: মোঃ গোলাম মুরতুজা :: প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেকশন, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট) কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত

ফোন: পিএবিএক্স: +৮৮০-৭২১-৭৫০৭৪২-৩ (৬৬৯) ফ্যাক্স: +৮৮০-৭২১-৭৫০১০৫, ই-মেইল: pro.ruet@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.ruet.ac.bd